খাদ্যাভাব ও নিরাপত্তাহীনতায় নিঝুমদ্বীপের ৩০ সহস্রাধিক হরিণ

আনোয়ারুল হক আনোয়ার

তীব্র খাদ্যাভাব ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে নিঝুমদ্বীপের ৩০ সহস্রাধিক হরিণ। মাত্র ১৭/১৮ হাজার একর বনাঞ্চলে বিচরণ করছে হরিণের দল। যা রীতিমত অবিশ্বাস্য বটে। বিশ্বের কোথাও স্বল্পপরিমাণ বনাঞ্চলে এতো বিপুলসংখ্যক হরিণ বসবাসের রেকর্ড নেই। তবুও নিঝুমদ্বীপের হরিণ নিয়ে কারো কোন মাথ্যাব্যথা নেই। প্রতিদিন একদিকে যেমন হরিণের বংশবিস্তার ঘটছে- তেমনিভাবে খাদ্য ও নিরাপত্তাহীনতায় বিপুলসংখ্যক হরিণ হারিয়ে যাচ্ছে। বনাঞ্চলের লতাপাতা ও লোকালয়ে কৃষকদের রবিশস্য সাবাড় করছে দল বেঁধে আসা হরিণের দল। হরিণের বংশবিস্তারের প্রেক্ষিতে নোয়াখালীর উপকূলীয় বনোৎপাদন বিভাগ নিঝুমদ্বীপ থেকে হরিণ অন্যত্র প্রেরণের জন্য প্রধান বনসংরক্ষক কার্যালয়ে বেশ কয়েকটি চিঠি পাঠালেও ঊর্ধ্বতন বিভাগটি এ বিষয়ে নীরব ভূমিকা পালন করে আসছে। স্থানীয় বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ১৯৭৩ সালে বংশবিস্তারের জন্য চার জোড়া চিত্রা হরিণ নিঝুমদ্বীপের বনাঞ্চলে ছাড়া হয়। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। বনাঞ্চলে ক্রমান্বয়ে হরিণের বংশবিস্তার ঘটতে থাকে। বিগত ২০০৩ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী নিঝুমদ্বীপে হরিণের সংখ্যা ২০ হাজার হলেও বর্তমানে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০ সহস্রাধিক। নিঝুমদ্বীপ বন বিভাগের একটি বিট অফিসে কর্মরত ৬/৭ জন কর্মচারী বনাঞ্চল ও হরিণ দেখভাল করছে। খাদ্যের অভাবে হরিণের দল বনাঞ্চলের কালিয়া লতা, বাইনপাতা, গেওয়া, কেশড়ী, কেউড়াপাতা খেয়ে সাবাড় করছে। এছাড়া অনেক সময় ঝাঁকে ঝাঁকে হরিণ লোকালয়ে এসে কৃষকদের রবিশস্য বিনষ্ট করছে। আর এসময় সুযোগ সন্ধানীরা নির্বিচারে হরিণ শিকার করছে।

বিভিন্ন তথ্যে জানা গেছে, খাদ্যাভাব ও শিকারিদের কবলে পড়ে প্রতি বছর কয়েক হাজার হরিণ মারা যাচ্ছে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে ঝড় জলোচ্ছ্বাসের সময় হাজার হাজার হরিণ মারা যাচ্ছে। বিগত সিডরের তাণ্ডবে নিঝুমদ্বীপের পাঁচ হাজার হরিণ জোয়ারে ভাসিয়ে নেয় বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়। হাতিয়ার বিভিন্ন স্থানে হরিণের মাংস বিক্রি হচ্ছে বলে একাধিক অভিযোগে জানা গেছে। খাদ্যের অভাবে দলে দলে হরিণ লোকালয়ে ছুটে আসার পর হরিণ শিকারিরা ফাঁদ পেতে হরিণ শিকার করে থাকে। গত কয়েক বছর ধরে একশ্রেণীর অসাধু ব্যক্তি মূল্যবান বনাঞ্চল উজাড় করে ভূমি দখল করে নেয়ার ক্রমান্বয়ে বনাঞ্চল হ্রাস পাচ্ছে। এতে করে হরিণের অবাধ বিচরণস্থল কমে যাচ্ছে। হাতিয়ার সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আলী ইনকিলাবকে জানান, নিঝুমদ্বীপের হাজার হাজার হরিণের খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এখনই গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনে দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চল ও ইকোপার্কের জন্য নিঝুমদ্বীপ থেকে হরিণ সরবরাহ করতে হবে। এতে করে সমস্যার সমাধান হবে। স্থানীয় সচেতন মহলের অভিমত হচ্ছে, কর্তৃপক্ষের অবহেলায় একদিকে যেমন দেশের বনাঞ্চল নিধন হচ্ছে- তেমনিভাবে মূল্যবান বনজপ্রাণীও সমানগতিতে হারিয়ে যাচ্ছে। তাই বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় সরকারকে সচেতন হতে হবে।

xxxx